সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৫তম বর্ষ ❑ পঞ্চম সংখ্যা ❑ ভাদ্র-১৪২৮, আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ২০২১ ❑ পৃষ্ঠা ৮

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর .... ২ | কাজুবাদাম ও কফি চাষ .... ৩ | ভালো বীজের মাধ্যমে কমপক্ষে .... ৪ | পলিমালচ প্রযুক্তি ব্যবহার.... ৬ | কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে ৭

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা হবে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

বাংলাদেশে চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ বৃদ্ধিকরণ-ডিআরপি শীর্ষক কৌশলপত্র উপস্থাপন ও মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

২০৫০ সালে সম্ভাব্য ২০ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করার কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, দেশে একদিকে আবাদি জমি কমছে, বিপরীতে বাড়ছে জনসংখ্যা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি। এই ক্রমহ্রাসমান জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে চালের উৎপাদনশীলতা বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি বাড়াতে হবে। সে লক্ষ্যে কাজ চলছে।

রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ বুধবার 'বাংলাদেশে চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ বৃদ্ধিকরণ-ডিআরপি' শীর্ষক কৌশলপত্র উপস্থাপন ও মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এ কৌশলপত্র প্রণয়ন করে। উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করতে ব্রি প্রণীত ডিআরপি কৌশলপত্রটি গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত সুন্দর, কাঠামোগত ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। ডিআরপির-- মতো এ রকম কৌশলপত্র প্রণয়ন করতে আগে বিদেশি বিশেষজ্ঞ

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

আম রপ্তানির লক্ষ্যে রোডম্যাপ প্রণয়নের নির্দেশ মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর

জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

আগামী ৩-৫ বছরের মধ্যে প্রতি বছর ১ লাখ মেট্রিক টন আম রপ্তানির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা রোডম্যাপ প্রণয়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২৩ আগস্ট ২০২১ বিকেলে রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় কৃষিবিপ্লব ঘটবে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

উপকূলবর্তী বিপুল এলাকার লবণাক্ত জমিতে ফসল উৎপাদনের মাঠ পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

দেশের উপকূলীয় ও দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে কৃষি উৎপাদনের সম্ভাবনা অনেক। ইতোমধ্যে আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা ধান, ডাল, তরমুজ, আলু, ভুট্টা, বার্লি, সূর্যমুখী, শাকসবজিসহ অনেক ফসলের লবণাক্ততাসহিষ্ণু উন্নত জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। এসব জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উপকূলবর্তী বিপুল এলাকার চাষিদের মধ্যে দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য কাজ করে চলছে। এ লক্ষ্যে রোডম্যাপ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মহাপরিচালক মহোদয়ের পঞ্চগড় পরিদর্শন

পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলায় ৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ শনিবার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সুযোগ্য মহাপরিচালক জনাব মোঃ আসাদুল্লাহ উপজেলার কৃষির বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে লেবুজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের বিভিন্ন প্রদর্শনী এবং বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ একসাথে ৬০ বিঘা মাল্টা বাগান, পঞ্চগড়ের ৬০ বিঘা বিষমুক্ত লাউ উৎপাদন দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ ছাড়া মাঠ পরিদর্শনে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক জনাব ফারুখ আহমেদ, অতিরিক্ত পরিচালক জনাব ড. মাহবুবুর রহমান, উপপরিচালক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান এবং উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব মোঃ আল মামুন অর রশিদ।

কৃষিবিদ মোঃ আল মামুন অর রশিদ, উপজেলা কৃষি অফিসার, বোদা, পঞ্চগড়

দেশেই কৃষকদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন

কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩ পর্যায় (১ম সংশোধিত) এর আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত মাঠ কার্যক্রম এর পর্যালোচনা বিষয়ক ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ বুধবার মিয়ামী-২ রিসোর্টের হলরুমে আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষিবিদ মো: আবুল কালাম আজাদ ভূঞা, উপপরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, কুমিল্লা এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ মো: আমিনুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মোঃ খায়রুল আলম (প্রিন্স), প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩ পর্যায় (১ম সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

কর্মশালায় কুমিল্লা অঞ্চলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত থেকে নিজ নিজ কার্যালয়ের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন।

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

রাজধানীর খামারবাড়ি চত্বরে উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞার নেতৃত্বে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধের জন্য মশক নিধন অভিযান/২০২১ উদ্বোধন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আসাদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সকল পরিচালকসহ কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাবৃন্দ (সোমবার, ১৬ আগস্ট ২০২১)।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে পার্চিং উৎসব

উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে কৃষকদের পার্চিং উৎসব

কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলায় ধুবইল ইউনিয়নের গোবিন্দগুনিয়া ব্লকের কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কীটনাশকের স্প্রে ব্যতীত পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে স্বল্প খরচে ধানের বিভিন্ন প্রকার পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ধানের জমিতে গাছের ডাল পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করে দেয়া (পার্চিং) উৎসব ২৬ আগস্ট ২০২১ উদ্বোধন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথির বক্তব্যে কৃষকদের উদ্দেশ্যে মিরপুর উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ ইমরান বিন ইসলাম বলেন, ফসলের জমি থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে পাখি বসার জন্য শুকনো গাছের ডাল/বাঁশের কঞ্চি পুঁতে দেয়াই হলো পার্চিং। পার্চিং করলে ফসলের পোকা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হবে না ঠিকই তবে পার্চিং হচ্ছে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার একটি উত্তম পরিবেশ বান্ধব কৌশল। তিনি ধানের জমিতে পার্চিং ব্যবহার করার উপস্থিত কৃষকদের আহ্বান জানান।

উক্ত পার্চিং উৎসবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রায় অর্ধশতাধিক কৃষক।

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, পাবনা

কাজুবাদাম ও কফি চাষ সম্প্রসারণে নানিয়ারচরে দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন ড. মোঃ আবদুর রৌফ, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

উপজেলা কৃষি অফিস নানিয়ারচরের আয়োজনে নানিয়ারচর হর্টিকালচার সেন্টারের প্রশিক্ষণ কক্ষে কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ১৪ আগস্ট ২০২১ দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ আবদুর রৌফ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কৃষক প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ কৃষ্ণ প্রসাদ মল্লিক।

প্রধান অতিথি বলেন, দেশে-বিদেশে কফি ও কাজুবাদামের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এই দুইটি ফসল রপ্তানিযোগ্য। পাহাড়ি অঞ্চলের মাটি ও পরিবেশ কফি ও কাজুবাদাম চাষের জন্য খুবই উপযোগী। তাই কফি ও কাজুবাদাম চাষের এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বর্তমান সরকার কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। কফি ও কাজুবাদাম প্রক্রিয়াজাত এবং বাজারজাত করার জন্য ইতোমধ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে এই এলাকার মানুষ অর্থনৈতিকভাবে বেশ লাভবান হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নানিয়ারচর উপজেলা কৃষি অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) কৃষিবিদ মোঃ টিপু সুলতানের সঞ্চালনায় উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ নানিয়ারচর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ৬০ জন কৃষক-কৃষানি উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, কৃতসা, রাঙামাটি

গাজীপুরের আমতলী কৃষি তথ্য যোগাযোগ কেন্দ্র পরিদর্শন

বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন বিশ্বে রোল মডেল। সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য সেবা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য সরকার দৃঢ়প্রত্যয়ী। এরই প্রেক্ষিতে কৃষি তথ্য সার্ভিসই প্রথম গ্রামপর্যায়ে ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে আইসিটি ব্যবহার করে গ্রামের তৃণমূল পর্যায়ে কৃষি তথ্য বিস্তারের কার্যক্রম শুরু করেছে। *এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১*

কৃষিকে লাভজনক করতে বেসরকারি খাতের সহযোগিতা

শেষ পাতার পর

বিনিয়োগ দরকার। সচিবালয়ের অফিস কক্ষ হতে ২ সেপ্টেম্বর ২০২১ সকালে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম অব বাংলাদেশ (আইবিএফবি) আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন: গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন' শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কৃষিকে লাভজনক করতে গবেষণা ও বিনিয়োগে প্রাইভেট সেক্টরকে উৎসাহিত ও সহযোগিতা প্রদান করছে উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী বলেন, এ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসেই কৃষি প্রক্রিয়াজাত ও কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য ২০% প্রণোদনার ব্যবস্থা করেছে। বেসরকারি খাতকে এ সুযোগের পুরোপুরি ব্যবহারে আরও সুবিধা প্রদান করার কথাও জানান।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলার' অন্যতম ভিত্তি ছিল কৃষি। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কৃষি বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। সেই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের নানামুখী উদ্যোগের ফলেই কৃষিক্ষেত্রে ও খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ আজ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে।

আইবিএফবির প্রেসিডেন্ট হুমায়ুন রশিদের সভাপতিত্বে আইবিএফবির গভর্নমেন্টাল রিলেশন এন্ড অ্যাডভোকেসি কমিটির চেয়ারম্যান লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) এম হারুন-অর-রশিদ বীর প্রতীক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. লুৎফুল হাসান, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া, আইবিএফবির ভাইস প্রেসিডেন্ট এমএস সিদ্দিকী, এসিআই এগ্রি বিজনেসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. এফ এইচ আনসারি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজের উপাচার্য ড. জাহাঙ্গীর আলম।

দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় কৃষিবিপ্লব ঘটবে

প্রথম পাতার পর

চাষিরা এসব ফসলের চাষ করলে দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় নতুন করে কৃষি বিপ্লব ঘটবে বলে উল্লেখ করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ সকালে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলায় ঘেরের আইলে আগাম শিম চাষ, অফসিজন তরমুজ ও মরিচ চাষ সরেজমিন পরিদর্শন শেষে আয়োজিত কৃষক সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

উপকূলীয় এলাকায় ফসল উৎপাদনের কথা উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রতিকূল পরিবেশে বছরে দুই থেকে তিনবার ফসল চাষ করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে অনেক সাফল্য এসেছে। সেচের পানির সমস্যা দূর করতে খুলনা, বাগেরহাটে ৬০০'র বেশি খাল খনন/পুনঃখনন করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

পরিদর্শনকালে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব ওয়াহিদা আক্তার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ, বিএডিসির চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকার, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো: বখতিয়ার, ব্রির ডিজি ড. শাহজাহান কবীর, বারির ডিজি নাজিরুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনার উপপরিচালক মো: হাফিজুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাবে, উপকূলীয় এলাকায় মোট জমির পরিমাণ ২৮ লাখ ৩০ হাজার হেক্টর, এর মধ্যে চাষযোগ্য ২১ লাখ ৬২ হাজার হেক্টর। আর লবণাক্ত এলাকার পরিমাণ ১০ লাখ ৫৬ হাজার হেক্টর। এ ছাড়া লবণ পানির ভয়াবহতার কারণে প্রতি বছর শুষ্ক মওসুমে উপকূলীয় এলাকায় ৫ লক্ষাধিক হেক্টর জমি অনাবাদি থেকে যায়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

ভালো বীজের মাধ্যমে কমপক্ষে ২০ শতাংশ ফলন বৃদ্ধি সম্ভব

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ বিধু ভূষণ রায়, অতিরিক্ত পরিচালক ডিএই রংপুর অঞ্চল, রংপুর

কৃষিবিদ বিধু ভূষণ রায় বলেন, ভালো বীজের মাধ্যমে কমপক্ষে ২০% ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ভাল ফসল উৎপাদনের অন্যতম পূবশর্ত হলো গুণগত মানসম্পন্ন বীজ, যা এ প্রকল্পের সহযোগিতায় ডাল, তেল ও মসলাজাতীয় ফসলের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণের নিমিত্তে কাজ করছে এবং এর সুফল কৃষক তথা দেশবাসী পাচ্ছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চল, রংপুর এর আয়োজনে কৃষকপর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় মানসম্পন্ন ডাল, তেল ও মসলাজাতীয় ফসল উৎপাদন ও সরবরাহের নিমিত্তে ৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ সিক্স সিজন কমিউনিটি সেন্টার, রংপুর এর সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রধান অতিথি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ মো: খায়রুল আলম, মহাসচিব, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ ও প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গাইবান্ধা জেলার উপপরিচালক প্রমুখ।

এ ছাড়াও রংপুর অঞ্চলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা, কৃষক উক্ত আঞ্চলিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

কৃষিবিদ ড. মুহঃ রেজাউল ইসলাম, কৃতসা, রংপুর

গাজীপুরের আমতলী কৃষি তথ্য যোগাযোগ

তৃতীয় পাতার পর

এসব এআইসিসির মাধ্যমে কৃষকেরা নিজেরাই নিজেদের মাঝে তথ্য সেবা গ্রহণ ও বিতরণের কাজটি করেন।

২৬ আগস্ট ২০২১ সরেজমিন গাজীপুর আমতলী কৃষি তথ্য যোগাযোগ কেন্দ্র পরিদর্শনে দেখা যায় সদস্যরা কেন্দ্রটিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিচালনা করছেন। সেবা রেজিস্ট্রারসহ বিভিন্ন রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করছেন। প্রতিনিয়ত মাসিক মিটিং করেন এবং সদস্যদের থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন। বর্তমানে এআইসিসির সঞ্চয় ৬ লাখ টাকা। গাজীপুর সদর উপজেলা কৃষি অফিস সব ধরনের সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন। ক্লাবের সভাপতি জানান এআইসিসির মাধ্যমে দৈনিক ২০-২৫ জন গড়ে সেবা গ্রহণ করে থাকেন।

পরিদর্শনকালে কৃষি তথ্য সার্ভিসের কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ, আঞ্চলিক তথ্য অফিসার, ঢাকা, আমতলী সদর উপজেলার উপসহকারী কৃষি অফিসার সহ অত্র কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

অপর্ণা বড়ুয়া, কৃতসা, ঢাকা

বরিশালে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি জনাব আব্দুর রাজ্জাক, পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, বরিশাল আয়োজিত দিনব্যাপী এক আঞ্চলিক কর্মশালা ২১ আগস্ট ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আয়োজক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক।

প্রধান অতিথি বলেন, কৃষিতে বীজের গুরুত্ব অপরিসীম। অধিক উৎপাদনের জন্য অবশ্যই ভালো বীজ দরকার। আর এ জন্য প্রয়োজন বীজের গুণতমান বজায় রাখা। এসব বিষয়ে কৃষক এবং বীজ উৎপাদনকারীর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।

অনুষ্ঠানে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, বীজ ডিলার ও কৃষকসহ ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের

প্রথম পাতার পর

বা বিদেশি সংস্থার সহযোগিতা প্রয়োজন হতো। এখন এটি আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছে যা একটি বড় সাফল্য।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সম্মানিত পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বলেন, ডিআরপিতে চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা স্বপ্ন নয় বরং অর্জনযোগ্য ও বাস্তবসম্মত। দেশের অস্তিত্বের জন্য, মানুষের জন্য এটি অপরিহার্য।

> এ কর্মপরিকল্পনার ৭৫% বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে ২০৩০ সালে ৪২ লাখ, ২০৪০ সালে ৫৩ লাখ ও ২০৫০ সালে ৬৫ লাখ মেট্রিক টন চাল দেশে উদ্বৃত্ত থাকবে

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। আলোচক হিসেবে ছিলেন বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো: বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ ও ইরির বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. হোমনাথ ভান্ডারি। এ ছাড়া, বিশেষ অতিথি এফএও বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট ডি. সিম্পসনের লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনানো হয়। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সংস্থা প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রির মহাপরিচালক ড. মো: শাহজাহান কবীর।

উল্লেখ্য বইয়ে বলা হয় এ কর্মপরিকল্পনার ৭৫% বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে ২০৩০ সালে ৪২ লাখ, ২০৪০ সালে ৫৩ লাখ ও ২০৫০ সালে ৬৫ লাখ মেট্রিক টন চাল দেশে উদ্বৃত্ত থাকবে। ফলে যে কোন দুর্যোগে বছরে ৪০ লাখ মেট্রিক টন পর্যন্ত চালের উৎপাদন কমলেও খাদ্য নিরাপত্তা অক্ষুন্ন থাকবে। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি-২ বা জিরো হাঙ্গার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

বড় কোম্পানিগুলোকে কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতে

শেষ পাতার পর

বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে না। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২৫ আগস্ট ২০২১ সকালে সচিবালয় থেকে ভার্চুয়ালি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'মহামারিতে খাদ্য নিরাপত্তা এবং সরবরাহ নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

কৃষকেরা ভাল দাম পেতো। কৃষি বিপণনে উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, এ বছর আম ও আলুর উৎপাদন পর্যাপ্ত। এফবিসিসিআই ও ডিসিসিআইকে কৃষি প্রক্রিয়াজাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে হবে।

খাদ্য সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, বিএসটিআইর মহাপরিচালক ড. মো: নজরুল আনোয়ার, কার্নেল ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মো: সালেহ আহমেদ, ডিসিসিআইর প্রেসিডেন্ট রিজওয়ান রাহমান, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এনকেএ মুবিন, এনএটিপির উপদেষ্টা মাহবুব আলম, ফুডপান্ডার ব্যবস্থাপনা পরিচালক আম্বারিন রেজা প্রমুখ ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দিন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

আম রপ্তানির লক্ষ্যে রোডম্যাপ প্রণয়নের নির্দেশ

প্রথম পাতার পর

আয়োজিত 'আম রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য আমের উন্নত ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

আমের রপ্তানি বিষয়ে উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক কর্মসূচি নেয়া হচ্ছে। রপ্তানির বাধাসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনে কাজ চলছে। ইতোমধ্যে, নিরাপদ আমের নিশ্চয়তা দিতে ৩ টি ভ্যাকুয়াম হিট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলছে। উৎপাদন থেকে শিপমেন্ট পর্যন্ত আম নিরাপদ রাখতে উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেট দেয়ার কাজ চলছে। এর ফলে চলতি বছর গত বছরের তুলনায় আম রপ্তানি ৫ গুণ বেড়েছে। আগামীতে রপ্তানির পরিমাণ অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো: বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ এবং এনএটিপি-২ প্রকল্পের পরিচালক মো: মতিয়ার রহমান। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন সংস্থা প্রধান, আমচাষি, ব্যবসায়ী, শাকসবজি ও ফল রপ্তানিকারক প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় জানানো হয়, দেশে প্রতি বছর আমের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু উৎপাদনের তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ অনেক কম। ডিইএর হিসাবে ২০১৯-২০ সালে দেশে প্রায় ২৫ লাখ টন আম উৎপাদিত হয়েছে; বিপরীতে আম রপ্তানি হয়েছে ২৮৩ টন। তবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের ফলে চলতি বছর ২০২০-২১ সালে ১৬২৩ টন আম রপ্তানি হয়েছে। যা গত বছরের তুলনায় ৫ গুণেরও বেশি।

> কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের ফলে চলতি বছর ২০২০-২১ সালে ১৬২৩ টন আম রপ্তানি হয়েছে। যা গত বছরের তুলনায় ৫ গুণেরও

উল্লেখ্য আম রপ্তানির বিশাল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য নতুন বাজার অনুসন্ধান, রপ্তানি চাহিদা অনুযায়ী উন্নতজাত নির্বাচন, ফাইটোস্যানিটারি পদ্ধতি ও আমদানিকারক দেশের উত্তম কৃষি চর্চা মেনে আম উৎপাদন, সার্টিফিকেশন, উন্নত প্যাকিং, উন্নত সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থা, রপ্তানি কার্যক্রমে দক্ষতা, সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ, বিমানবন্দরে সুষ্ঠু কার্গো ব্যবস্থাপনার উপর কর্মশালায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, সম্মেলন কক্ষে ৩১ আগস্ট ২০২১ কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদ্য বিদায়ী পরিচালক কৃষিবিদ কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী ও প্রধান তথ্য অফিসার কৃষিবিদ তুষার কান্তি সমদ্দারের বিদায় সম্মাননা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো. মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষকপর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প ও কৃষিবিদ মো. বেনজীর আলম, পরিচালক, সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী।

রাজশাহীর পবায় কেঁচোসার উৎপাদন করে স্বাবলম্বী নারী উদ্যোক্তা বিলকিস

নিজের খামারে ভার্মি কম্পোস্ট সার (কেঁচো সার) পরিচর্যা করছেন সফল নারী উদ্যোক্তা বিলকিস আরা বেগম

রাজশাহীর পবার বড়গাছী কারিগরপাড়ার বিলকিস আরা বেগম ভার্মি কম্পোস্ট সার (কেঁচো সার) উৎপাদন করে এখন স্বাবলম্বী হয়েছেন। বিলকিস বলেন, ২০১৬ সালে এই সার উৎপাদন শুরু করেন। সে সময়ে তিনি একটি চাড়ি, ৫০০ কেঁচো আর ৫০০ টাকা নিয়ে এই সার উৎপাদনে নামেন। প্রথমবার তিনি মাত্র ৬০০ টাকার সার বিক্রি করেছিলেন। এরপর থেকে পর্যায়ক্রমে চাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। এখন তার চাড়ির সংখ্যা শতাধিক এবং একটি হাউজ রয়েছে। সেখানে প্রায় পঞ্চাশটি চাড়ির পরিমাণ গোবর রাখা যায়। পবা উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে এই সার উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি।

উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন সুলতানা বলেন, অত্র উপজেলায় আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিলকিস আরা বেগমের উৎপাদিত ভার্মি কম্পোস্ট সার ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সার ক্রয় ও বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

মো: আমিনুল ইসলাম

উদ্ভাবিত নতুন নাবি আম ইলামতি

উদ্ভাবিত নতুন নাবি আম ইলামতি ফলনের চিত্র

আমের প্রচলিত জাতগুলোর মধ্যে আশ্বিনা সবচেয়ে শেষে পাকে, আশ্বিনার মধ্য দিয়েই শেষ হয় আমের মৌসুম। চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলায় প্রাকৃতিকভাবেই একটি নাবি জাত নিজস্বতা নিয়ে সামনে এসেছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক মোজদার হোসেন বলেন, আমাদের সন্ধান পাওয়া এই গুটি আমটির মিষ্টতা গৌড়মতিকেও ছাড়িয়ে গেছে। এ অঞ্চলের কৃষকদের জন্য ইলামিত্রের ত্যাগ ও ভালোবাসাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নাবি জাত হিসাবে আমটির নামকরণ 'ইলামতি' করার চিন্তাভাবনা করা হয়।

হর্টিকালচার সেন্টার চাঁপাইনবাবগঞ্জের উদ্যানতত্ত্ববিদ হাবিবুল্লাহ বলেন, গোমস্তাপুরের বাগানের গাছগুলো গত দুই বছর পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এটি নাবি জাতের, সেপ্টেম্বরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত এ আমগাছে রাখা যায়। এর গড় ওজন ৪২৭ গ্রাম, মিষ্টতা বা টিএসএস শতকরা ২১-২২ ভাগ, পাকালে হালকা হলুদাভাব সবুজ রং ধারণ করে ও সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।

মো: আমিনুল ইসলাম, কৃতসা, রাজশাহী

রোপা আমন আবাদে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা

সিলেট জেলার বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগর উপজেলায় চলতি মৌসুমে প্রায় ১৬ হাজার হেক্টর জমিতে আমন আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে দুটি উপজেলার হাওরে কৃষকরা আমন রোপণে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করছেন। কিছু কিছু এলাকায় বর্ষার পানিতে তলিয়ে থাকায় রোপণ শেষ হতে আরও ২/৩ সপ্তাহ সময় লাগতে পারে। বালাগঞ্জ উপজেলার কৃষি অফিসার মো. সুমন মিয়া বলেন, সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে রোপণ শেষ হবে এবং চলতি বছরে এই দুই উপজেলায় ৫ হাজার ৬৩৫ হেক্টর আউশ আবাদ করা হয়েছে।

আসাদুল্লাহ, কৃতসা, সিলেট

পাবনা সদরে কৃষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

পাবনা সদর উপজেলা কৃষক মাঠ দিবসে উপস্থিতির একাংশের চিত্র

পাবনা সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষকপর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম, পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় কৃষক মাঠস্কুলে দুবলিয়া ব্লকের ফারাদপুর গ্রামে ২৩ আগস্ট ২০২১ মাঠদিবস অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে সাদুল্লাপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ মাজেদ আলী মোল্লা এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল কাদের। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা সদর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ হাসান রশিদ হোসাইনী প্রমুখ।

প্রধান অতিথি বলেন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন নিশ্চিতকরণের জন্য কৃষকদের বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদনে সক্ষম করে তুলতে মাঠস্কুলের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে। এই উদ্যোক্তাদের বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকেরা যাতে চাহিদামাফিক মানসম্পন্ন বীজ পায় সেজন্য প্রকল্পটি কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাবনা সদর উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ শতাধিক কৃষক-কৃষানি।

আশিষ তরফদার, কৃতসা, পাবনা

মঙ্গাকবলিত রংপুর অঞ্চলে এখন আর মঙ্গা নেই

শেষ পাতার পর

রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার নিজদর্পা (সাদা মসজিদ) গ্রামে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ সকালে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, উপজেলা মৎস্য দপ্তর ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে এনএটিপি-২ প্রকল্পের আওতায় সিআইজি সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। মতবিনিময় সভা শেষে এনএটিপি-২ এর আওতায় উপজেলায় প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রংপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক গোলাম রাব্বানী। এ ছাড়া ও রংপুর অঞ্চলের অন্য কর্মকর্তা কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিবিদ ড. মুহ: রেজাউল ইসলাম, কৃতসা, রংপুর

কৃষি বিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন ১৬১২৩ নম্বরে

কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে দরকার নির্ভুল তথ্য

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এ কে এম মনিরুল আলম পরিচালক (সরেজমিন উইং), ডিএই

কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে দরকার নির্ভুল তথ্য। বরিশাল খামারবাড়ির সম্মেলন কক্ষে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ জেলার কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মানিত পরিচালক (সরেজমিন উইং) এ কে এম মনিরুল আলম এ কথা বলেন।

কৃষি সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থায় সঠিক তথ্য থাকতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভূ-প্রকৃতিগত কারণে দক্ষিণাঞ্চলে কৃষি জমি কমছে। প্রতি বছর নদীভাঙনে কিছু জমি হারিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে নতুন চরসমূহ আবাদের আওতায় আসছে। সাথে যোগ হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তারপরও ফসলের উৎপাদন অনেক বেড়েছে। চাষাবাদের আওতায় জমির পরিমাণ এবং ফলনের তথ্য অবশ্যই যুগোপযোগী হতে হবে।

ডিএই বরিশালের উপপরিচালক হৃদয়েশ্বর দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পরিচালক মো: তাওফিকুল আলম। এ ছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা উপজেলা পর্যায়ের ২৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

কৃষিবিদ মো. শাহাদাত হোসেন, এআইএস, বরিশাল

পুষ্টি কর্নার ঃ কদবেল

কদবেলে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং স্বল্প পরিমাণে লৌহ, ভিটামিন বি-১, ভিটামিন বি-২ ও ভিটামিন 'সি' বিদ্যমান। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম কদবেলে জলীয় অংশ ৮৫.৬ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ২.২ গ্রাম, আঁশ ৫.০ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৪৯ কিলোক্যালরি, আমিষ ৩.৫ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, শর্করা ৮.৬ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৫৯ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৬ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.৮০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০৩ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ১৩ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। কদবেল যকৃত ও হৃদপিণ্ডের বলবর্ধক হিসেবে কাজ করে। বিষাক্ত পোকামাকড় কামড়ালে ক্ষতস্থানে ফলের শাঁস এবং খোসার গুঁড়ার প্রলেপ দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। কচি পাতার রস দুধ ও মিছরির সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে ছোট ছেলেমেয়েদের পিত্তরোগ ও পেটের অসুখ নিরাময় হয়। গাজীপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কদবেল বেশি জন্মে।

সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা

জলাবদ্ধ পয়াতের জলায় এক যুগের পর ফিরেছে আউশ ধানের আবাদ

বুড়িচংবাসীর দীর্ঘদিনের দুঃখ পয়াতের জলার জলাবদ্ধতা নিরসনে সম্প্রতি খাল পুনঃখননের পরিপ্রেক্ষিতে পয়াতের জলার দুইফসলি জমিসমূহকে তিন ফসলি জমিতে উন্নিত করতে গ্রহণ করা হয় পরিকল্পনা। পয়াতের জলার জলাবদ্ধতা নিরসনে দুই ফসলি জমি তিন ফসলিতে উন্নীতকরণ' শীর্ষক স্লোগানকে সামনে রেখে গৃহীত উক্ত পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে ৯ হেক্টর মৌসুমি পতিত জমি নতুন করে আউশ আবাদের আওতায় এসেছে। দেশের খাদ্য ভাণ্ডারে যুক্ত হয়েছে প্রায় ৪০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ধান।

করোনা মহামারিকালীন কঠিন পরিস্থিতিতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মৌসুমি পতিত জমিতে আউশ আবাদ বৃদ্ধির বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহযোগীতা করেন জনাব বানিন রায়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বুড়িচং, কুমিল্লা। তিনি বলেন, পয়াতের জলায় উফশী নতুন জাতের সম্প্রসারণ ও পরামর্শ প্রদান অব্যাহত থাকবে। বিভিন্ন মাঠে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান থাকবে।

উল্লেখ্য আউশ আবাদে আগ্রহী কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে আউশ প্রণোদনা হিসেবে, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লা কর্তৃক প্রদত্ত ব্রি ধান৮৫ এর ৪টি প্রদর্শনী, বিনা উপকেন্দ্র, কুমিল্লা প্রদত্ত বিনাধান-১৯ এর দুটি প্রদর্শনীতে ৫০ কেজি বীজ সহায়তা ও উপজেলা কৃষি অফিসারের বীজ উপহারের আওতায় সর্বমোট ৪০ জন কৃষককে উপকরণ সহায়তার আওতায় আনা হয়।

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

সারের মজুদ পরিস্থিতি সন্তোষজনক

শেষ পাতার পর

সারের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা শেষে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমানে সারের কোন ঘাটতি নেই। আগামী বোরো মৌসুম পর্যন্ত প্রস্তুতি রয়েছে। সার নিয়ে কোন সমস্যা না হওয়ার লক্ষ্যে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সার বিতরণ ব্যবস্থা তদারকি ও মনিটরিং করা হবে। কৃষকেরা প্রয়োজনমাফিক অত্যন্ত সুলভে বাজারমূল্যে সার কিনতে পারে সেক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয় একত্রে কাজ অব্যাহত রাখবে বলেও জানান মাননীয় কৃষিমন্ত্রী।

কমিটির আহ্বায়ক কৃষিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল সভায় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মতিয়া চৌধুরী এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানাসহ কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৫তম বর্ষ ❑ পঞ্চম সংখ্যা
❑ ভাদ্র-১৪২৮ বঙ্গাব্দ; আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

কৃষিকে লাভজনক করতে বেসরকারি খাতের সহযোগিতা প্রয়োজন : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

কৃষিকে লাভজনক করতে কৃষিতে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ ও সহযোগিতা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার কৃষিকে আধুনিক ও বাণিজ্যিকীকরণে কাজ করছে। কৃষি অচিরেই আধুনিক হবে, যান্ত্রিকীকরণ হবে। কিন্তু কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও কৃষিপণ্যের ভ্যালু অ্যাডের জন্য বেসরকারি খাতের সহযোগিতা প্রয়োজন। বেসরকারি খাত কৃষিতে বিনিয়োগ করতে চায় না। কৃষিতে সম্ভাবনা অনেক, এখানে

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

সারের মজুদ পরিস্থিতি সন্তোষজনক –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

অনলাইনে সারবিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটির সভায় অংশগ্রহণকালে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের আমলে বিগত ১৩ বছরে দেশে সার, বীজসহ কৃষি উপকরণ নিয়ে কোন সংকট হয়নি। কৃষকেরা সহজে, সুলভে পর্যাপ্ত সার পেয়েছে। এর ফলেই আজকে কৃষি উৎপাদনে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বৃহস্পতিবার ২৬ আগস্ট ২০২১ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে 'সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটির' সভায় এ কথা বলেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

বড় কোম্পানিগুলোকে কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতে বিনিয়োগ করতে হবে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

সচিবালয় থেকে ভার্চুয়ালি আলোচনা সভায় অংশ নেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

কৃষিপণ্যের সঠিক বিপণনের জন্য দেশের বড় বড় কোম্পানিগুলোকে কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, মহামারিকালেও চালের রেকর্ড উৎপাদন হয়েছে। অন্যান্য ফসলের উৎপাদনও বেড়েছে। উৎপাদনে কোন সমস্যা নেই; কিন্তু বিপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থা কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। কৃষি প্রক্রিয়াজাতে বড় বড় কোম্পানিগুলো এগিয়ে না এলে সুষ্ঠু ও টেকসই

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

মঙ্গাকবলিত রংপুর অঞ্চলে এখন আর মঙ্গা নেই: সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

রংপুরে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম বলেন মঙ্গাকবলিত রংপুর অঞ্চলে এখন আর মঙ্গা নেই, কৃষি বিভাগ গবেষণা করে আগাম উচ্চফলনশীল নতুন নতুন জাতের ধান আবিষ্কার করেছে। আগাম ধান কৃষকের ঘরে ওঠায় মঙ্গা দূর হয়েছে। কৃষিবান্ধব সরকার কৃষককে প্রণোদনা দিচ্ছে, সার, কৃষি যন্ত্রপাতিতে ভুর্তকি দিয়েছে। ফলে কৃষিতে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম, সহকারী সম্পাদক : মো. মনজুরুল ইসলাম মিন্টু
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮৪০৪. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd